অলংকরণ ও পরিকল্পনা: এ্যাডস্রোত

# প্রবীণ-প্রবীণাদের কথা

রাষ্ট্রপতি

১৬ আশ্বিন ১৪০৬
০১ অক্টোবর ১৯৯৯

**বাণী**

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপনকে আমি স্বাগত জানাই।

প্রবীণরাই হচ্ছে নবীনদের পথ প্রদর্শক। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও নবীদের উদ্যম সমাজের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে পারে। আমাদের দেশের শতকরা ৬ ভাগ অর্থাৎ ৭২ লক্ষ লোক প্রবীণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে মানুষের আয়ুও বাড়ছে; এর জন্য সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবারের স্থলে একান্তবর্তী পরিবার সৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রবীণরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। সরকার প্রবীণদের কল্যাণের জন্য বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা, শান্তি নিবাস ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ প্রবীণদের কল্যাণে নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করলে তা প্রবীনদের সমস্যা সমাধানে কার্যকর হবে।

আমি আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপনের সাফল্য কামনা করছি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

**প্রবীণ কারা ঃ**

বার্ধক্যের চিহ্ন অনেক। কিন্তু তা মানুষে, সমাজে, অবস্থায় পার্থক্যপূর্ণ হয়। ব্যক্তির সার্বিক অবস্থার ভিত্তিতে বার্ধক্য বা প্রবীণদের চিহ্নিত করা হয়। উন্নত দেশে ৬৫ বছর, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ৬০ বছর, বাংলাদেশের সরকারী চাকুরেদের ক্ষেত্রে ৫৭ বছর (বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমুখদের ক্ষেত্রে ৬০-৬৫ বছর), বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বিবেচনায় ৫৫ বছর এবং তদূর্ধ বয়েসীরাই হচ্ছেন প্রবীণ। তবে দারিদ্র, ক্রয় ক্ষমতার অভাব, অপুষ্টি, ক্ষুধা, অসুস্থতা, সেবা-পচির্যা ও নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদির কারণে গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে পঞ্চাশের দিকেই বার্ধক্য নেমে আসে।

**প্রবীণদের জনমিতি অবস্থা ঃ যা বিরাজমান**

* বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৮ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৪৮ কোটি মানুষ প্রবীণ (৬০ বছর বা তদূর্ধ বয়েসি)। উন্নত দেশে এ হার শতকরা ১৫ এবং উন্নয়নশীল দেশে ৬ জন। ২০২৫ সালে এ হার গিয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১১, ২৫ এবং ৯ জনে। লক্ষণীয় হলো প্রবীণদের এ বৃদ্ধির হার মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার হতেও দ্রুততর।

**এ এস এম আতীকুর রহমান**
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, ঢাকা।

* দক্ষিণ এশিয়াতে বর্তমানে প্রবীণদের মোট সংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি যা ২০২৫ সালে বেড়ে হবে ৩২ কোটি।

* ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের প্রবীণদের হার মোট জনসংখ্যার ৬.২ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৮০ লক্ষ কিন্তু ২০২৫ সালে এঁদের হার ও সংখ্যা হবে যথাক্রমে ১০ ভাগ এবং ১ কোটি ৮০ লক্ষ।

**প্রবীণদের সমস্যা ঃ যা তাঁরা অনুভব করেন**

* শরীর-স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসাগত ঃ রোগ, অসুস্থতা, দুর্বল, ব্যথা, স্মৃতিভ্রংশ, ক্ষয়, অপুষ্টি, চিকিৎসা সেবার অভাব, ঔষুধ-পথ্যের অভাব, স্বাস্থ্য নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি।

* পেশা-আয় তথা আর্থনীতিক ঃ বেকারত্ব, আয়-উপার্জনহীন, দারিদ্র, মজুরী বৈষম্য, কর্মসংস্থান বৈষম্য, বাধ্যতামূলক অবসর, উপযুক্ত আশ্রয় ও সামগ্রীর অভাব, পেশা ও আয়ের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি।

* মনো-সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ঃ পারিবারিক ও সামাজিক উপেক্ষা ও অবহেলা, বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব, বিয়োগ ব্যথা, হতাশা ও হীনমন্যতা, উদ্বেগ ও বিসন্নতা, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, সামাজিক অস্থিরতা, সার্বিক নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি।

**প্রবীণদের ধরন ঃ বাংলাদেশে যে ভাবে আছেন**

* বাংলাদেশের প্রবীণদের ধরন বিভিন্ন হবার কারণে বিভিন্ন সমস্যা তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভব ও মোকাবেলা করেন। শ্রেণীভিত্তিক অনুভূত সমস্যার প্রকৃতি হলো ঃ

*** গ্রামীণ দরিদ্র প্রবীণ ঃ**
স্বাস্থ্যগত, চিকিৎসাগত, খাদ্য ও পুষ্টিগত, আয়-কর্মসংস্থান ও আর্থিক ইত্যাদি।

*** গ্রামীণ স্বচ্ছল প্রবীণ ঃ**
স্বাস্থ্যগত, আর্থিক, বসতি সংক্রান্ত, মজুরী বৈষম্য ইত্যাদি।

*** শহুরে দরিদ্র প্রবীণ ঃ**
স্বাস্থ্যগত, আর্থিক, বসতি সংক্রান্ত, মজুরী বৈষম্য সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি।

*** শহুরে মধ্যবিত্ত প্রবীণ ঃ**
স্বাস্থ্যগত ও চিকিৎসাগত, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অবহেলা ও উপেক্ষা, উদ্বেগ ও বিসন্নতা, হতাশ ও হীনমন্যতা, অসামঞ্জস্য ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

০৮ ভাদ্র ১৪০৬
২৩ আগস্ট ১৯৯৯

**বাণী**

প্রবীণদের কল্যাণে জাতিসংঘ প্রতিবছর ০১ অক্টোবরকে "আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস" এবং ১৯৯৯ সালকে "আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ" ঘোষণা করেছে। প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় প্রবীণ ব্যক্তিরা সম্মানিত গুরুজন। তাই বাংলাদেশে এ দিবস পালন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশের প্রবীণদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম বারের মত বয়স্কভাতা চালু করেছি। প্রতিবছর সরকারের পক্ষ থেকে ৪,০৩,১১০ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ২,০১,৫৫৫ জন বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে মাসিক ভাতা বিতরণ কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। দেশের অসহায় ও দুঃস্থ প্রবীণ পুরুষ ও মহিলাদের আজীবন থাকা খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা ৬ বিভাগে ৬ টি "শান্তি নিবাস" নির্মাণ করছি। প্রবীণ ব্যক্তিদের একাকীত্ব দূর করার জন্য "অবসর" নামে আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। আমাদের সরকার তাঁদের কল্যাণার্থে সমাজের সর্বস্তরে গণসচেনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ে প্রাধান্য দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গকে এ কাজে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ ও দিবস ১৯৯৯ সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

**বাণী**

১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছর ১লা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পৃথিবীর সর্বত্র পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। এ ছাড়া ১৯৯৯ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ ঘোষণা করেছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রবীণদের উপযুক্ত মর্যাদা এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সচেতন এবং উদ্যোগী করা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের আয়ুস্কাল বাড়ার ফলে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার প্রথায় ভাংগন ধরেছে, তাই আজকের প্রবীণরা নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার শিকার হচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬ ভাগের কিছু বেশী। ফলে সরকারী ও অসরকারী উভয় পর্যায়ে প্রবীণদের কল্যাণে বিশেষ ধরনের কর্মসূচী হাতে নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বর্তমান সরকার দরিদ্র এবং অসহায় বয়স্কদের কল্যাণার্থে ইতোমধ্যে বয়স্কভাতা কার্যক্রম চালু করেছেন এবং বর্তমান অর্থ-বৎসরে এ খাতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। এ ছাড়া সরকার এ বছর ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রবীণদের জন্য সকল বিভাগে ১টি করে শান্তি নিবাস নির্মাণ করছেন। এ সব শান্তি নিবাস থাকবে বিভাগীয় শিশু পরিবার/সদনগুলোর একই প্রাঙ্গণে। সেখানে আশ্রয়হীন, অক্ষম, স্বজনহীন প্রবীণদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে। বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদানের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অসরকারী পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জুরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান আগারগাঁয়ে প্রবীণদের জন্য হাসপাতালসহ প্রবীণ নিবাস (হোম) তৈরী করার জন্য সরকার ৯ কোটি টাকা প্রদান করেছে। প্রবীণদের কল্যাণে বর্তমান সরকারের আন্তরিক ও বলিষ্ঠ কর্মসূচীর পাশাপাশি অসরকারী পর্যায়ে কল্যাণকামী ব্যক্তিদের আরো এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

প্রবীণদের যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই এই বর্ষ এবং প্রবীণ দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

(ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন)
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

**বাণী**

প্রতি বছর ১লা অক্টোবর "আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস" হিসেবে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সর্বত্র পালিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি সচেতনতাসহ তাঁদের মানবিক ও সম্মানজনক অধিকার সংরক্ষণ এর উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে আপামর জনসাধারনকে বিশ্ব প্রবীণ দিবসের তাৎপর্য, লক্ষ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ করে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে দিবসটি পালন করা হয়। দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যার আলোকে প্রবীণদের জীবন-সমস্যার আকৃতি ও প্রকৃতি যে ব্যাপকতার হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন সমস্যার ব্যাপকতা সকলের জন্যেই চিন্তার বিষয়। প্রবীণদের জীবন সমস্যার পরিধির ব্যাপ্তি এবং তার সাথে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি স্বভাবতই জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারনের বিষয়টিকেও জটিল করে তুলতে পারে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রবীণদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত ও বাস্তবমুখী জাতীয় উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমানে প্রবীণদের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রবীণ ভাতা সহ প্রতিটি বিভাগে অসহায় প্রবীণদের বসবাসের জন্য "শান্তি নিবাস" প্রতিষ্ঠানের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক ও তৎপর।

আজকের এই প্রবীণ দিবসে আমি সর্বস্তরের জনগণকে প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই।

মীর শাহাবুদ্দিন
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর

**বাণী**

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ তাদের অক্টোবর, ১৯৯২ সালের সিদ্ধান্ত নম্বর ৪৭/৫ অনুযায়ী ১৯৯৯ সালকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এ বছর প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে "Towards a Society for all ages" অর্থাৎ (সকল বয়সীদের জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে) গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক হিসাবে আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যা ৬.১% লোক প্রবীণ এবং ২০০০ সালের মধ্যে সে সংখ্যা ৭.৯% এ উন্নীত হতে পারে। এই হিসাবে ২০০০ সালে আমাদের দেশের বয়স্ক লোকদের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৯৫ (পঁচানব্বই) লক্ষ। যা আমাদের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখ যোগ্য অংশ।

বাংলাদেশের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র, পাশ্চাত্যের প্রভাব ইত্যাদির ফলে আমদের গৌরব উজ্জ্বল ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বন্ধন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। পূর্বের ন্যায় বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও দায়িত্ব সচেতনতা অনেক ক্ষেত্রে আজ উপেক্ষিত হচ্ছে। এরুপভাবে অনুপরিবার সৃষ্টির ফলে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে এক অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে যা আদৌ কাম্য নহে। প্রবীণরা নানাবিধ অভিজ্ঞতার আধার। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে গেলেও তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে নবীনরাও সীমাহীন উপকার লাভ করতে পারে। তাই বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের সুপারিশ গ্রহণ করা নবীনদের দায়িত্ব। প্রবীণ বয়সে অধিকতর সেবা, যত্ন ও মানসিক প্রশান্তির প্রয়োজন। শৈশব ও কৈশোরে তাদের শ্রম এবং ত্যাগই নবীনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই নৈতিকভাবেও নবীনরা প্রবীণদের নিকট দায়বদ্ধ এবং প্রবীণদের ঋণ শোধ করা নবীনদের দায়িত্ব।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আজ অনেক ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না। তাই বিশ্ব সংস্থা আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ এবং আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে গণসচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সদস্য দেশ সমূহকে আহ্বান জানিয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রবীণদের কল্যাণের জন্য "বয়স্ক ভাতা", "শান্তি নিবাস", "অবসর" এবং "বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা" প্রদানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে; যাতে প্রবীণরা অবশিষ্ট জীবনে সার্বিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভোগ করতে পারে। প্রবীণদের কল্যাণের জন্য মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত একটি জাতীয় কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রবীণ বছরের তাৎপর্য জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রবীণ হিতৈষী সংঘ যৌথভাবে সেমিনার ও কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। তাছাড়া বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে এ বিষয়ের উপর আলোচনা, সংবাদ পত্রে ক্রোড় পত্র প্রকাশ এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক সমূহে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় সংযোজনের পদক্ষেপ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জুরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যাপক বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নয় কোটি টাকা অনুদান হিসেবে দিয়েছে।

আমাদের প্রবীণদের সমস্যা দিন দিন একটি ব্যাপক আকার ধারণ করছে। সরকারের পাশাপাশি বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ, অসরকারী সংস্থা সমূহ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গুলোরও বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম আরো জোরদার করা প্রয়োজন। আজ মাঠ পর্যায়ে দিবসটি পালনের মাধ্যমে প্রবীণদের বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পেলেই আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ ও দিবস উদযাপন যথার্থ হবে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন একটি বছরে আত্ম জিজ্ঞাসার দিন। আমাদের ভেবে দেখতে হবে গত একটি বছরে প্রবীণদের কল্যাণের জন্য আমরা কি কি করেছি, কি কি করতে পারিনি, কেন পারিনি এবং আজ হতে আগামী এক বছর প্রবীণদের কল্যাণের জন্য আমরা কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করবো, কার মাধ্যমে ও কি ভাবে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবো এবং বাস্তবায়নের উপকরণ সমূহ প্রস্তুত আছে কিনা, তবেই তো এ বছর দিবসটি পালনের যথার্থ সার্থকতা আসবে। আজ প্রতিজ্ঞার দিন। আমাদের প্রতিশ্রুতি হোক; প্রবীণদের প্রতি আমাদের হৃত মূল্যবোধ আমরা পুরোদ্ধার করবো।

আমি আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের আন্তরিক সাফল্য কামনা করছি।

(ডঃ ক্ষণদা মোহন দাশ)
সচিব

**বাণী**

জাতিসংঘ ঘোষিত ১লা অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' এবং ১৯৯৯ সাল 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ' প্রবীণদের কল্যাণ বিষয়ক স্বীকৃতির মাইল ফলক। বার্ধক্য জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ যে কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন প্রবীণত্ব বরণ করতে হয়। বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে উন্নয়নকামী তৃতীয় বিশ্বসহ সমগ্র বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর সব দেশেই প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। দেশের বিদ্যমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রবীণ ব্যক্তি অবনতিশীল স্বাস্থ্য, আর্থিক দৈন্যতা এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীন অবস্থায় বসবাস করছেন। যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার সাথে বসবাস করার জন্য প্রবীণদের যে মৌলিক ও মানবিক অধিকার রয়েছে অনেক সময় তা ক্ষুন্ন হতে দেখা যায়। প্রবীণদের এই অধিকার সংরক্ষণে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করে তাঁদের জীবনের অবশিষ্ট সময় সুখ, শান্তি এবং মর্যাদার সাথে অতিবাহিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া অতীব প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার এবং বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জুড়া বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অসরকারী সংস্থার গৃহীত পদক্ষেপ প্রবীণদের কল্যাণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল প্রবীণদের সুস্বাস্থ্য স্বস্তিময় ভবিষ্যৎ এবং তাঁদের কল্যাণে নিবেদিত সকলের সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করছি।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ ও দিবস উদযাপন সফল হোক।

মোঃ দবিরুল ইসলাম
সংসদ সদস্য
ও
সভাপতি,
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

**বাণী**

পৃথিবীর বয়স বাড়ছে, সেই সাথে পৃথিবী জুড়ে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা আশাতীত ভাবে বেড়ে চলেছে। ক্রমবর্ধমান এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে পরিবার, সমাজে ও দেশে কিভাবে পুনর্বাসন করা যায় এ নিয়ে পৃথিবীর চিন্তাবিদরা চিন্তা-ভাবনা করছেন। বিজ্ঞান অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে কিন্তু এখনও জরাকে জয় করতে পারেনি। সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতি তার অমোঘ নিয়মে চেহারায় এঁকে দেয় বয়সের ছাপ, করে দেয় কর্মক্ষমতাকে শুণ আর পরিবার ও সমাজে হয়ে পড়ে আপাংক্তেয়। বার্ধক্য অভিশাপ নয় মানব জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি এই উপলব্ধি হৃদয়ের গেঁথে নিয়ে পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের সাধ্য ও ক্ষমতানুযায়ী নিজস্ব ক্ষেত্র তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সমাজ কল্যাণ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বহুদিন থেকে প্রবীণদের স্বাস্থ্য এবং আর্থ-সামাজিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সংঘের উন্নয়নে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রবীণদের জন্য যেন সুস্থ ও স্বস্তিময় ভবিষ্যত গড়তে পারি আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। এ বছরের প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য "জীবনের প্রতি স্তরে সুসম সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীকার" যেন আমাদের দিক নির্দেশনায় মূল মন্ত্র হয়।

এস.এ.চৌধুরী
সভাপতি
বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ
ও জরা বিজ্ঞান সমিতি।

সৌজন্যে
অগ্রণী ব্যাংক
Agrani Bank
জনতা ব্যাংক
Janata Bank
সোনালী ব্যাংক
Sonali Bank